গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাজেট-১ অধিশাখা

নং-৪৪.০০.০০০০.০২৪.০৫.০১৯.২০১৮ -

তারিখঃ ২৮/০১/২০১৯খ্রিঃ।

বিষয়	ঃ	২৪/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি	ঃ	মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
স্থান	ঃ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	২৪/০১/২০১৯, সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ২৪/০৩/২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (বাজেট) সভা পরিচালনা করেন। অতঃপর সভাপতির সম্মতিক্রমে আলোচ্যসুচি অনুযায়ী উপসচিব (বাজেট) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০২। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট কাঠামো অগ্রগতি ও পর্যালোচনা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে প্রস্তাবিত প্রাক্কলন বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় উপস্থিত জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের বাজেটে অতিরিক্ত চাহিদার যৌক্তিকতা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপভাবে সভাকে অবহিত করেনঃ

(ক) জননিরাপত্তা বিভাগ এর সচিবালয় শাখার চাহিদার বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জানান যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার পর শাখা অধিশাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বসার ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া ৮নং ভবন অনেক পুরাতন ভবন এটি বর্তামানে রেনোভেসন করে ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন। লিফট ও সিড়ি জড়াজীর্ন হওয়ায় নতুন লিফট ও সিড়ি সংযোজন করা প্রয়োজন। না হলে যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে পত্র দেয়া হয়েছে। তারা মূল্যায়ন করে একটি চাহিদা প্রেরণ করেছে। তাছাড়া নতুন অফিসারদের বসার চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জননিরাপত্তা বিভাগ এর সচিবালয় শাখায় চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরো ৮.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন। সভায় উপস্থিত সকলে বিষয়টি অতিপ্রয়োজন ও যৌক্তিক মর্মে মত দেন। জরুরী প্রয়োজনে চাহিত অর্থ পুনঃউপযোজনের মাধ্যমে সংস্থান করা জন্য সকলে মত দেন।

(খ) বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিআইজি (অর্থ), জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান জানান যে, বাংলাদেশ পুলিশের যানবাহন ক্রয়ের প্রকল্পের অর্থ, রংপুর ও গাজীপুর সিটিকর্পোরেশনের জন্য বরাদ্দ, নতুন নতুন ইউনিট গঠনের ফলে নিয়োজিত জনবল এর বেতন ভাতা, খাদ্য, বাসস্থান নির্মাণ,পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট, সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ, সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়, ভুমি অধিগ্রহণ, অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, থানা, ফাড়ি মেরামত ও সংস্কার, হস্তান্তরিত নতুন ভবনের আসবাবপত্র ক্রয় এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নাশকতা প্রতিরোধের জন্য গোয়েন্দা কার্যাবলী খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দসহ চলতি চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১৮৭৩.৫৮ কোটি টাকা, উন্নয়ন বাজেটে ১৫১৮.১৫ কোটি টাকা এবং আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৪৪২.৪২ কোটি টাকা; উন্নয়ন বাজেটে ১৩৯০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানান। তাছাড়া, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক ও যোগপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন পুলিশ নিয়োগ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়, কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়, সিগনাল/ওয়ারলেস, কম্পিউটার সফটওয়ার ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন।

(গ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি কর্নেল জনাব ফরিদ জানান যে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর হেলিকপ্টার ক্রয়ের কিস্তি পরিশোধ, ৬৩ বিজিবি ব্যাটালিয়ন, নারায়নগঞ্জ এর জমি অধিগ্রহণ, সীমান্তে সার্ভিলেন্স টাওয়ার ও ইক্যুপমেন্ট ক্রয় ও স্থাপন, যানবাহন ক্রয়, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় বিজিবির নতুন ইউনিট গঠন এর ফলে ভুমি অধিগ্রহণ, বিজিবি পুনর্গঠন, এয়ার উইং,০৪টি অবকাঠামো স্থাপন,সীমান্ত নিরাপত্তা সড়ক নির্মাণ, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, গোয়েন্দা কার্যাবলী এবং আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালন বাজেটে ১০০৪.৯৭ কোটি টাকা; উন্নয়ন বাজেটে ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানান। বিজিবির ২য় পর্যায়ের পুণ:র্গঠনের আওতায় নবগঠিত রিজিয়ন সৃষ্টি, বিওপি নির্মাণ, বেতন স্কেল বাস্তবায়ন, এয়ার উইং সৃজন, ভুমি অধিগ্রহণ, ডগ স্কোয়াড সৃজন বাবদ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

(ঘ) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র প্রতিনিধি পরিচালক(অর্থ), জনাব মসাহিদুজ্জামান জানান যে, চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন, প্রশিক্ষণ, যানবাহন মেরামত, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পরিচালন বাজেটে ৭৮.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান এবং আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন নাই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

(ঙ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিনিধি জনাব এ এম কুদরত উল্লাহ, পরিচালক লজিস্টিক জানান যে, চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় এবং ভুমি অধিগ্রহণের জন্য ৭০০.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন।

চলামান পাতা-২